বর্ধিত সংস্করণ

এই সময়ের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের আত্মোপলব্ধি ও জীবন গঠনের জন্য নিবেদিত গাইড বুক। এটি সত্যিই আপনাকে, আপনার জীবনধারাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিতে সাহায্য করবে। [ইনশাআল্লাহ]

যোগ্য আলেম যদি হতে চান

সংকলন

মুহাম্মদ নু'মান ইদরীস

ফাজেল ও মুতাখাচ্ছিছ ফিল ফিক্‌হ : আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।

শিক্ষক : আল-হুদা মহিলা মাদরাসা হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

সাবেক শিক্ষক : আল-জামি'আ আল-মাদানিয়া (সিলোনিয়া) ফেনী।

পরিবেশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ঢাকা

বিষয়-নির্দেশিকা

লক্ষ্য নির্ধারণ করুন/১৪
আমাদের জীবনের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত?/১৪
ইলম অর্জন করা উত্তম, না ধন অর্জন করা উত্তম?/১৫
ইলমের কারণে ফিরেশতারা হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা করেছেন/১৫
বিশেষ জ্ঞানের কারণে হযরত দাউদ আ. বাদশা হয়েছিলেন/১৬
ইলমের কারণে হযরত সুলাইমান আ.সারা পৃথিবীর বাদশাহ ছিলেন/১৬
ইলমের কারণে হযরত ইউসুফ আ. মিশরের বাদশাহ হয়েছেন/১৬
ইলমের কারণে সকল নবীদের সর্দার হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ/১৬
আপনি কি জানেন আপনার মর্যাদা কত?/১৭
তালিবে ইলম আল্লাহর প্রিয় বান্দা/১৮
ইলমই সম্পদ/১৮
ইলম বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করুন/১৯
দুআ করার নির্দেশ/১৯
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দুআ/২০
হযরত আবুহুরায়রা [রা.]-এর দুআ/২০
পরিশ্রম ও সাধনাই হলো লক্ষ্যার্জনের উপায়/২২
জ্ঞান সাধনা চিরজীবন/২৩
মনে মনে লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার ছবি দেখুন/২৪
আজই পরিকল্পনা গ্রহণ করুন/২৫
লক্ষ্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা করুন/৩০
"অসম্ভব" শব্দ মুছে ফেলুন/৩০
ইতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করুন/৩১
বর্তমানকে যাপন করুন ভবিষ্যতকে স্মরণে রেখে/৩১
ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তা পরিহার করুন/৩২
ছোট ছোট অর্জনই বড় অর্জনের ভিত্তি/৩২

উন্নতির পরিকল্পা করুন/৩২
সবকিছু গুছিয়ে রাখার অভ্যাস করুন/৩৩
নিজেকে গুছিয়ে আনার উপায়/৩৩
নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলুন/৩৫
হীনমন্যতার শিকার হবেন না/৩৬
হীনমন্যতা পরিহার করুন/৩৭
দুশ্চিন্তা পরিহার করুন/৩৭
ঈমানদারের জন্য দুশ্চিন্তা অত্যন্ত মারাত্মক রোগ/৪০
দুশ্চিন্তা থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায়/৪১
নিজেকে এগিয়ে নিন... প্রতিনিয়ত .../৪১
নারী হওয়ার কারণে হীনমন্যতায় ভোগবেন না/৪২
ভালো শিক্ষার্থী হতে হলে তিনটি কাজ করুন/৪৩
কঠোর পরিশ্রমী ও মেহনতী হোন/৪৩
কম মেধার কারণে হতাশ হবেন না/৪৪
সফলতা মেধাবীদের একচেটিয়া সম্পদ নয়/৪৬
অভাব-অনটনের মুখোমুখি হয়ে লেখাপড়া বাদ দিবেন না/৪৭
ইলমের ময়দানে যারা বড় হয়েছেন তারা প্রায়ই অভাবী পরিবারের সন্তান/৪৮
বর্তমানে যাঁরা বড়/৪৯
ঘুম ও আলস্যভাব যেভাবে দূর হয়/৪৯
বড়দের জীবনী পড়ুন/৫০
বুঝে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন/৫০
যা পড়েন তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ মুখস্থ করুন/৫১
পড়া মনে রাখার সহজ উপায়/৫২
আদর্শবান শিক্ষার্থী হওয়ার উপায়/৫৪
নিয়মিত উপস্থিতির ব্যাপারে আকাবিরের পায়গাম/৫৫
দরসে নববীতে হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর উপস্থিতি/৫৬
দরসে অনুপস্থিতির কুফল/৫৭
দরসে বসার আদব/৫৭
শ্রবণ করার আদব/৫৮
হাতের লেখা সুন্দর করুন/৫৯

লিখা সুন্দর করার উপায়/৬০
লিখা সুন্দর করবেন... তবে কাগজের যত্ন নিন/৬০
কিতাব সংগ্রহ করুন/৬১
টাকার অভাবে কিতাব ক্রয়ে ব্যর্থ হয়ে কান্না/৬১
আমল-আখলাক সুন্দর করুন/৬১
দুনিয়াতে বড় যাঁরা কেমন ছিলেন তাঁরা/৬৪
আখলাক-চরিত্র সুন্দর করার করণীয়/৬৫
স্মরণশক্তি বৃদ্ধির উপায়/৬৭
চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ানো/৬৯
স্মরণশক্তি বৃদ্ধির কতিপয় আমল/৬৯
স্মরণশক্তি লোপ পাওয়ার কারণ/৭০
মনের সাথে চোখের সম্পর্ক/৭০
কুদৃষ্টির ক্ষতি/৭১
দৈনিক কাজের মুহাসাবা করুন/৭১
কী শিখা হল, কী শিখা হল না তা নিয়মিত যাচাই করুন/৭২
আরো উন্নতি কীভাবে করা যায়/৭৩
লেখাপড়ায় উন্নতির জন্য করণীয়/৭৩
আমি যখন বড় হবো/৭৫
কাল নয়, আজই কাজ শেষ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন/৭৫
মানুষ ও মুহাক্কিক আলেম বানানো মাদরাসার দায়িত্ব/৭৬
মানুষ হওয়া ফরয/৭৬
মানুষের গুণাবলী/৭৬
আরো কিছু গুণ/৭৭
মহৎ কাজ করতে তিনটি গুণ দরকার/৭৭
যে কাজে অন্য একটি কাজ বাড়ে/৭৭
কাওমী মাদরাসায় পড়ে লাভ কী?/৭৭
যোগ্য মানুষের বড় অভাব/৮০
যা হলে কর্মক্ষেত্রের অভাব হবে না/৮০
ভাষা সুন্দর করুন/৮১
বড় হওয়ার উপায়/৮২

উন্নতির মূল জীবনের কোনো মুহূর্তকে নষ্ট না করা/৮২
সময়ের মূল্যায়ন/৮২
সময়ের হিফাযতের গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা/৯০
উন্নতির প্রতিবন্ধক/৯৩
সীমিত সময়ে অধ্যয়নের সহজ পদ্ধতি/৯৫
মনটাকে কাজে দিন/৯৫
মনোবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ/৯৫
মনকে কোনো কাজে ব্যস্ত রাখলে/৯৬
মনকে যদি রক্ষা করতে চাই/৯৭
মন কী চায়?/৯৭
ভালো-মন্দের বিচার কে করবে?/৯৮
মনকে বশে আনার উপায়/৯৮
মনের অবসর সময়ের কাজ/৯৯
নেতিবাচক উপদেশ/১০০
ইতিবাচক উপদেশ/১০০
খালি মনকে কাজে ব্যস্ত রাখার কৌশল/১০০
অবকাশ ও সুযোগের সদ্ব্যবহার/১০১
যে কাজ কম করবেন/১০২
প্রতিদিন নিজেকে প্রশ্ন করুন/১০২
সময়ের সঠিক ব্যবহারের কৌশল/১০৩
পরীক্ষা কী ও কেন?/১০৪
বছরের শুরু থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন আপনি কোন্ স্থানের অধিকারী হতে চান/১০৪
পরীক্ষার আগেই পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করুন/১০৫
ভুল হলে তা শোধরানোর শ্রেষ্ঠ উপায়/১০৫
পরীক্ষার প্রস্তুতি যেভাবে নিবেন/১০৬
পরীক্ষার্থীদের প্রতি শাইখ আলী তানতাভীর উপদেশ তাঁর ভাষায়/১০৬
পরীক্ষার্থীদের প্রতি শাইখ আলী তানতাভীর উপদেশ বাংলায়/১১১
এখন নিজেকে প্রশ্ন করুন আমি কিভাবে বিজয়ী হতে পারি?/১১৯
আরো অধিক নম্বরের আশাবাদী হলে/১২২
স্বপ্নের নম্বর না পেলে হতাশ হবেন না/১২২

ইলম অর্জন করা উত্তম, না ধন অর্জন করা উত্তম?

হযরত আলি [রা.]-কে জিজ্ঞাস করা হল, ইলম অর্জন করা উত্তম, না ধন-সম্পদ অর্জন করা উত্তম?

উত্তরে তিনি বললেন,

১. ইলম নবীগণের মীরাছ, ধন-সম্পদ ফেরআউন ও কারুনের মীরাছ।

২. ইলম যত বৃদ্ধি পায় সেই সাথে ভক্তবৃন্দের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। আর ধন-সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে হিংসুক ও শত্রুর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

৩. সম্পদ যত বাড়ে সম্পদের মূল্য তত হ্রাস পায়, পক্ষান্তরে জ্ঞানের মূল্য দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকে।

৪. সম্পদ সংরক্ষণ করতে হয়, অপর দিকে জ্ঞান জ্ঞানীকে রক্ষা করে।

৫. সম্পদ চুরি হওয়ার আশংকা থাকে, ইলম আলেমের অন্তরে সর্বদা সংরক্ষিত থাকে।

৬. জ্ঞান দ্বারা সম্পদ অর্জন করা যায়, কিন্তু সম্পদ দ্বারা কখনো জ্ঞান অর্জন করা যায় না।

৭. সম্পদশালী হলে মানুষ অহংকারী হয়, যেমন, অধিক অর্থ, বিত্ত ও প্রতিপত্তির কারণে ফেরআউন বলেছিল, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى "আমি তোমাদের বড় খোদা"। [সূরা নাযি'আত-২৪] আর মানুষ যত বড় জ্ঞানী হয়, তার বিনয়-নম্রতা ততই বৃদ্ধি পায়। যেমন, অধিক ইলমের কারণে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ "হে আল্লাহ! আমরা অপনার বন্দেগীর হক আদায় করতে পারিনি [মুস্তাদরাকে হাকিম, বায়হাকী-শুআবুল ঈমান]।"

৮. ইলমের কারণে মানুষ এমন সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয় যা ধন-সম্পদ দ্বারা অর্জন করা যায় না।

ইলমের কারণে ফিরেশতারা হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা করেছেন

এই ঘটনা কুরআন শরীফে সূরা বাকারার ৩১ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا 'আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন'। অতঃপর ফিরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এগুলোর নাম বল তো? ফিরেশতারা আরজ করলেন- سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا

সন্তুষ্ট হয়ে জান্নাতে তাদের জন্য পৃথক শহর আবাদ করেন। তাদের জন্য আলাদা ষ্টেট তৈরি করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর [রা.] বলেন,

مَنْ كَانَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَتِ الْجَنَّةُ فِيْ طَلَبِهِ

'যে ব্যক্তি ইলমের পিছনে ছুটবে, জান্নাত তার পিছনে ছুটবে'[১]

অতএব, আমাকে ও আপনাকে ইলমে দ্বীনের জন্য কবুল করা আল্লাহ তা'আলার বিরাট অনুগ্রহ।

তালিবে ইলম আল্লাহর প্রিয় বান্দা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

'অতপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে মনোনীত করেছি।'[২]

অর্থাৎ: আমি আমার কিতাবের উত্তরসূরী আমার ঐ সব বান্দাদেরকে করেছি, যাদেরকে আমি বেছে নিয়েছি, যারা আমার নির্বাচিত, আমার প্রিয়, আমার পছন্দের বান্দা। সুতরাং যারা কিতাবের উত্তরসূরী হন, তারা আল্লাহর প্রিয় হয়ে থাকেন। আল্লাহ তা'লার কত অনুগ্রহ যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের ইলমের জন্য আমাদেরকে কবুল করেছেন। আমাদের উচিত আল্লাহ তা'আলার এই অনুগ্রহের প্রতিদানে অত্যন্ত মনোযোগ আর মেহনতের সাথে ইলমে দ্বীন হাসিল করায় নিয়োজিত থাকা।

ইলমই সম্পদ

যার কাছে ইলমের ধন আছে সে-ই আসল ধনী। কেননা ইলমের চেয়ে মূল্যবান সম্পদ পৃথিবীতে আর নেই। দুনিয়ার সম্পদ বিতরণ করলে কমে যায়, কিন্তু ইলমের সম্পদ যত বিতরণ করবেন ততই বৃদ্ধি পাবে। যার কাছে ইলম্ নেই সে হল মূর্খ, আর মূর্খ মানুষ পশুর চেয়ে অধম। রাজা-বাদশাহদের ক্ষমতা ও মর্যাদা নিজের দেশেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ইলমের মর্যাদা দেশ কালের

[১] কানযুল উম্মাল-২৮৮৪২

[২] সূরা ফাতের -৩২